Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা আনজুম

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৪০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব প্রয়োগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা আনজুম

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৪০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব প্রয়োগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হুমায়রা আনজুম, আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৪০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব প্রয়োগ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

হুমায়রা আনজুম

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

(স্বাক্ষর)

হুমায়রা আনজুম

আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৪০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা 7

১.১ গবেষণার পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা..7

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য...8

১.৩ গবেষণা প্রশ্ন 8

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি 8

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা 9

দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী সভ্যতার ধারণা ও ভিত্তি...10

২.১ সভ্যতার সংজ্ঞা...10

২.২ ইসলামী সভ্যতার ধারণা 11

২.৩ ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি 11

২.৪ ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য...13

২.৫ ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা...14

২.৬ ইসলামী সভ্যতার উদ্দেশ্য...14

২.৭ আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার গুরুত্ব...15

তৃতীয় অধ্যায় নবী ও খিলাফত যুগে সভ্যতা নির্মাণ...16

৩.১ ইসলামপূর্ব আরব সমাজের অবস্থা 16

৩.২ মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে সভ্যতা নির্মাণ...17

৩.৩ মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 18

৩.৪ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা 20

৩.৫ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ 21

৩.৬ ইসলামী সভ্যতার সম্প্রসারণ...23

চতুর্থ অধ্যায় ইসলামী আইন, সমাজ ও সংস্কৃতি..24

৪.১ ইসলামী আইন (শরীয়াহ) এর ধারণা 24

৪.২ ইসলামী আইন (শারীয়াহ) এর উৎসসমূহ..25
৪.৩ ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য..26
৪.৪ ইসলামী সমাজব্যবস্থা..26
৪.৫ ইসলামী সংস্কৃতি...28
৪.৬ ইসলামী বিচারব্যবস্থা 29
পঞ্চম অধ্যায় ইসলামী অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা...30
৫.১ ইসলামী অর্থনীতির ধারণা..30
৫.২ ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি...31
৫.৩ যাকাত ব্যবস্থা 32
৫.৪ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা 33
৫.৫ ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য...33
৫.৬ ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য..34
৫.৭ ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানচর্চা 35
ষষ্ঠ অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ 36
৬.১ ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব...36
৬.২ ইসলামী সভ্যতায় শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ 37
৬.৩ বায়তুল হিকমাহ (House of Wisdom) 38
৬.৪ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান..39
৬.৫ ইসলামী সভ্যতায় দাওয়াহর ভূমিকা...40
সপ্তম অধ্যায় পতনের কারণ ও সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ 42
৭.১ ইসলামী সভ্যতার পতনের অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ..42
৭.২ বহিরাগত কারণসমূহ...44
৭.৩ সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহ 45
৭.৪ মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি...46

৭.৫ আধুনিক সভ্যতার চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম 48
৭.৬ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা 49
অষ্টম অধ্যায় পুনর্জাগরণের কৌশল.. 50
৮.১ পুনর্জাগরণের ধারণা 50
৮.২ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন.. 51
৮.৩ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার.. 52
৮.৪ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন.. 54
৮.৫ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা 54
৮.৬ ইসলামী অর্থনৈতিক সংস্কার 56
৮.৭ ইসলামী নেতৃত্ব গঠন.. 56
৮.৮ মিডিয়া ও সংস্কৃতির ইতিবাচক ব্যবহার 57
৮.৯ যুবসমাজের ভূমিকা 57
৮.১০ আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার সম্ভাবনা.. 59
৮.১১ পুনর্জাগরণের প্রতিবন্ধকতা.. 59
নবম অধ্যায় উপসংহার ও সুপারিশ.. 60
৯.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ.. 60
৯.২ ইসলামী সভ্যতার মূল শিক্ষা.. 61
৯.৩ বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার প্রাসঙ্গিকতা.. 62
৯.৪ গবেষণার প্রধান ফলাফল.. 62
৯.৫ সুপারিশসমূহ 63
তথ্যসূত্র :.. 67

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতা জ্ঞান, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্বকে ইসলামী সভ্যতা একটি অনন্য ও সর্বাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ), নবুয়ত, আখিরাত এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা।
বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সমাজ নানা সংকট, বিভাজন, নৈতিক অবক্ষয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ফলে ইসলামী সভ্যতার মূল আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবকল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার ধারণা পুনরায় গুরুত্ব পাচ্ছে।

১.১ গবেষণার পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতা

ইসলামী সভ্যতা একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে বিশ্বনেতৃত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে এই সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি, জ্ঞানচর্চার অভাব, এবং নৈতিক বিচ্যুতি ইসলামী সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। এই গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা হলো—কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের উপায় অনুসন্ধান করা এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য করে তোলা। বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কৌশল নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- ইসলামী সভ্যতার মৌলিক ধারণা ও ভিত্তি বিশ্লেষণ করা
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সভ্যতার লক্ষ্য নির্ধারণ করা
- নবী ও সাহাবীদের যুগে সভ্যতা নির্মাণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা
- ইসলামী সভ্যতার পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত করা
- আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের কৌশল প্রস্তাব করা

১.৩ গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা হবে:

- ইসলামী সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য কী?
- কুরআনের আলোকে একটি আদর্শ সমাজের রূপরেখা কী?
- মুসলিম বিশ্বের পতনের প্রধান কারণগুলো কী?
- আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ কীভাবে সম্ভব?

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ হলো:

- কুরআনুল কারিম
- হাদিস গ্রন্থসমূহ
- প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের রচনা
- ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধ
- বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive) ও বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি গবেষণার মতো এই গবেষণারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

- সকল ঐতিহাসিক তথ্য বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি
- সময় ও পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে
- বিভিন্ন মতপার্থক্যের মধ্যে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা চ্যালেঞ্জিং ছিল

দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী সভ্যতার ধারণা ও ভিত্তি

ইসলামী সভ্যতা মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সভ্যতা। এটি কেবল একটি ধর্মীয় সভ্যতা নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ, যা মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত চূড়ান্ত জীবনবিধান।
পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানে প্রধানত বস্তুবাদ ও ভোগবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেখানে ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠেছে আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং মানবকল্যাণের ভিত্তিতে। ইসলামের দৃষ্টিতে সভ্যতার উদ্দেশ্য কেবল ভৌত উন্নয়ন নয়; বরং মানুষের আত্মিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

২.১ সভ্যতার সংজ্ঞা

সভ্যতা (Civilization) বলতে এমন একটি উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, শিক্ষা, আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নৈতিকতার সমন্বিত বিকাশ ঘটে।
পণ্ডিত ইবনে খালদুন সভ্যতাকে মানুষের সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সমষ্টি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সভ্যতা মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়।
ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সভ্যতা হলো এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা আল্লাহর নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে।

২.২ ইসলামী সভ্যতার ধারণা

ইসলামী সভ্যতা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা, যা ইসলামের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং শরীয়াহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এটি কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী সভ্যতাকে "একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও রাজনীতি, ইবাদত ও সমাজব্যবস্থা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ইসলামী সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো:

- তাওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা
- জ্ঞান ও গবেষণাকে উৎসাহ প্রদান
- নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ

২.৩ ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি

ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো:

২.৩.১ তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)

তাওহীদ ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রীয় ভিত্তি। এর অর্থ হলো এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর নির্দেশনার অনুসরণ করা।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম।"

— (সূরা আলে ইমরান: ১৯)

তাওহীদ মানুষের মধ্যে সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়বিচারের ধারণা সৃষ্টি করে। ইসলামী সভ্যতায় মানুষ কোনো বর্ণ, জাতি বা শ্রেণির ভিত্তিতে বিভক্ত নয়; বরং সকলেই আল্লাহর বান্দা।

তাওহীদের তিনটি দিক:

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ: আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের পরিচালক—এ বিশ্বাসকে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলে। রিযিক দেওয়া, জীবন-মৃত্যু দেওয়া এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা শুধু আল্লাহর কাজ।

২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ: ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করাকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বলে। নামাজ, রোজা, দোয়া, কুরবানি, সাহায্য প্রার্থনা—সব ইবাদত শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে।

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর যেসব সুন্দর নাম ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে বিকৃতি, অস্বীকার বা তুলনা ছাড়া বিশ্বাস করাকে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলে।

২.৩.২ রিসালাত (নবুয়ত)

নবীগণ মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পথপ্রদর্শক। ইসলামী সভ্যতার বিকাশে নবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়ক, বিচারক, সেনাপতি ও সমাজ সংস্কারক। মদিনা রাষ্ট্র ইসলামী সভ্যতার প্রথম বাস্তব মডেল।

২.৩.৩ আখিরাত বিশ্বাস

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামী সভ্যতার নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। একজন মুসলমান বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর জীবনের পর তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এই বিশ্বাস মানুষকে:

- অন্যায় থেকে বিরত রাখে
- নৈতিকতা শিক্ষা দেয়
- দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে

২.৪ ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সভ্যতার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে অন্যান্য সভ্যতা থেকে পৃথক করেছে।

২.৪.১ ন্যায়বিচার

ইসলামে ন্যায়বিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।"

— (সূরা নাহল: ৯০)

খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে বিচারব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও ন্যায়ভিত্তিক।

২.৪.২ মানবিক মর্যাদা

ইসলাম সকল মানুষকে সম্মান প্রদান করেছে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।"

— (সূরা বনি ইসরাইল: ৭০)

ইসলামী সভ্যতায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অমুসলিম—সকলের অধিকার সংরক্ষিত।

২.৪.৩ জ্ঞানচর্চা

ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে ফরজ ঘোষণা করেছে।

রাসূল (সা.) বলেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

— (ইবনে মাজাহ)

এই কারণে মুসলিমরা চিকিৎসা, গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

২.৪.৪ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

ইসলামী সভ্যতা আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করতে বলে না; বরং বৈধ উপায়ে জীবন পরিচালনার শিক্ষা দেয়।

২.৫ ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা

বিষয়	ইসলামী সভ্যতা	পাশ্চাত্য সভ্যতা
ভিত্তি	ওহীভিত্তিক	মানব কেন্দ্রিক
উদ্দেশ্য	আল্লাহর সন্তুষ্টি	বস্তুগত উন্নয়ন
নৈতিকতা	ধর্মীয় মূল্যবোধ	ব্যক্তি স্বাধীনতা
অর্থনীতি	সুদ মুক্ত	সুদ ভিত্তিক
সমাজ	পরিবার কেন্দ্রিক	ব্যক্তি কেন্দ্রিক

২.৬ ইসলামী সভ্যতার উদ্দেশ্য

ইসলামী সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা
- ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন
- মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা
- জ্ঞান ও নৈতিকতার বিকাশ

আল্লাহ বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”

— (সূরা যারিয়াত: ৫৬)

২.৭ আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে:নৈতিক অবক্ষয় ,সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, পারিবারিক ভাঙন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী সভ্যতা মানবজাতির জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাধান উপস্থাপন করতে পারে।

ইসলামী সভ্যতা একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এর মূল ভিত্তি তাওহীদ, ন্যায়বিচার, জ্ঞানচর্চা এবং মানবকল্যাণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামী সভ্যতা একসময় বিশ্বকে জ্ঞান, নৈতিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে নেতৃত্ব দিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার মূল আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা গেলে মানবজাতি নৈতিক ও সামাজিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায় নবী ও খিলাফত যুগে সভ্যতা নির্মাণ

ইসলামী সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কেবল ধর্মীয় দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেননি; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আরবের বিভক্ত, অশিক্ষিত ও সংঘাতপূর্ণ সমাজ একটি উন্নত সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়।

পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই সভ্যতা আরও সুসংগঠিত ও সম্প্রসারিত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামরিক সংগঠন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বে একটি আদর্শ মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.১ ইসলামপূর্ব আরব সমাজের অবস্থা

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব সমাজ “আইয়্যামে জাহেলিয়াত” বা অন্ধকার যুগ হিসেবে পরিচিত ছিল। সে সময় সমাজে:

- মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল
- নারী নির্যাতন ও কন্যাশিশু হত্যা চলত
- গোত্রীয় যুদ্ধ লেগেই থাকত
- সুদ, জুয়া ও মদ্যপান ব্যাপক ছিল
- সামাজিক অবিচার ও বৈষম্য বিদ্যমান ছিল

মানবিক মূল্যবোধ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হন।

আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।”

— (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

৩.২ মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে সভ্যতা নির্মাণ

৩.২.১ তাওহীদের দাওয়াত

নবী করিম (সা.) সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন। তিনি ঘোষণা করেন:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

এই তাওহীদের শিক্ষা মানুষের চিন্তা, নৈতিকতা এবং সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনে। মানুষ বুঝতে শেখে যে, সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

৩.২.৩ নৈতিক বিপ্লব

রাসূল (সা.) মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ

"আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

— (মুসনাদে আহমদ)

মিথ্যা, প্রতারণা, অন্যায় ও নির্যাতনের পরিবর্তে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও দয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.২.৩ সামাজিক সংস্কার

ইসলাম নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কন্যাশিশু হত্যা নিষিদ্ধ করা হয় এবং নারীদের উত্তরাধিকার, শিক্ষা ও সম্মানের অধিকার দেওয়া হয়।

আল্লাহ বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমরা নারীদের সাথে সদাচরণ কর।"

— (সূরা নিসা: ১৯)

এছাড়াও:

- দাসমুক্তিকে উৎসাহ দেওয়া হয়
- এতিম ও দরিদ্রদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়
- ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়

৩.৩ মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

হিজরতের পর মহানবী (সা.) মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইসলামী সভ্যতার প্রথম বাস্তব রূপ।

৩.৩.১ মদিনা সনদ

মদিনা সনদ ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চুক্তি। হিজরতের পর মদিনায় মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য এটি তৈরি করা হয়। একে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধানগুলোর একটিকে বলা হয়।

- এটি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় প্রণীত হয়।
- এতে বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।
- সকল সম্প্রদায়কে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়।
- ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়।
- অন্যায়, অপরাধ ও শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সবাই একসাথে প্রতিরোধ করবে বলে উল্লেখ ছিল।
- বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে মানার কথা বলা হয়।
- সমাজে ন্যায়বিচার, শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

মদিনা সনদের মূল বৈশিষ্ট্য:

- ধর্মীয় স্বাধীনতা
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- পারস্পরিক সহযোগিতা
- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

মদিনা সনদ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত।

৩.৩.২ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

মদিনায় হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (মুয়াখাত) প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে মক্কা থেকে আগত নিঃস্ব মুসলমানদের সঙ্গে মদিনার মুসলমানদের ভাই হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়।

এর একটি বিখ্যাত ঘটনা হলো — সা'দ ইবনে রাবি (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব।

সা'দ ইবনে রাবি (রা.) ছিলেন মদিনার ধনী সাহাবি। তিনি তাঁর মুহাজির ভাই আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-কে বলেছিলেন—

"আমি আনসারদের মধ্যে অন্যতম ধনী। আমার সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। প্রয়োজনে আমার স্ত্রীদের মধ্য থেকেও একজনকে তালাক দেব, পরে আপনি তাকে বিয়ে করতে পারবেন।"

কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) অত্যন্ত আত্মসম্মান ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়ে বলেন—

"আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দিন। আপনি শুধু আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন।"

এরপর তিনি নিজ পরিশ্রমে ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্প সময়েই সফল ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়—

আনসারদের ত্যাগ ও উদারতা, মুহাজিরদের আত্মমর্যাদা ও পরিশ্রম, এবং ইসলামে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার গুরুত্ব কত গভীর ছিল।রাসূল (সা.) এর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এর ফলে

- অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে যায়
- সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি হয়
- পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়

৩.৩.৩ বিচারব্যবস্থা

এক সম্ভ্রান্ত বনু মাখযুম গোত্রের নারী চুরি করেছিলেন। সমাজে তিনি উচ্চ বংশের হওয়ায় কিছু সাহাবি ভাবলেন, তার শাস্তি যেন মওকুফ করা হয়। এজন্য উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে সুপারিশ করার জন্য পাঠানো হয়।

তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত কষ্ট প্রকাশ করে বলেন—

"إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর শাস্তি কার্যকর করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা (রা.)-ও যদি চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"(সহীহ বুখারী)

এই ঘটনা ইসলামে আইনের সামনে সকলের সমতা ও ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল উদাহরণ।

৩.৪ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল:

- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব
- শুরা (পরামর্শভিত্তিক শাসন)
- ন্যায়বিচার
- জনগণের কল্যাণ

আল্লাহ বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তারা নিজেদের কাজ পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে পরিচালনা করে।"

— (সূরা শুরা: ৩৮)

৩.৫ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন খুলাফায়ে রাশেদীন।

৩.৫.১ হযরত আবু বকর (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি। রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খেলাফতকাল ছিল প্রায় আড়াই বছর (৬৩২–৬৩৪ খ্রি.), কিন্তু এই স্বল্প সময়েই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর অবদান:

- রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখেন।
- ভণ্ড নবী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা “রিদ্দার যুদ্ধ” নামে পরিচিত।
- যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করেন।
- আল-কুরআন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন। বহু হাফেজ শহীদ হওয়ার পর কুরআন একত্রে সংকলনের কাজ শুরু করেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারণের জন্য ইরাক ও সিরিয়ার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।
- অত্যন্ত সরল, ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় নেতৃত্ব মুসলিম উম্মাহকে সংকট থেকে রক্ষা করে এবং ইসলামী খেলাফতের শক্ত ভিত গড়ে তোলে। এজন্য তাঁকে ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলিফা হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩.৫.২ হযরত উমর (রা.)

তাঁর শাসনামল ইসলামী প্রশাসনের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত।হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খেলাফতকাল ছিল প্রায় ১০ বছর (৬৩৪–৬৪৪ খ্রি.)।

তার অবদান:

- ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়।
- পারস্য ও মিসর ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।
- প্রশাসনিক বিভাগ, বায়তুল মাল ও বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলেন।
- হিজরি সনের প্রচলন করেন।
- তিনি রাতে ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নিতেন এবং অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন।

৩.৫.৩ হযরত উসমান (রা.)

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) খলিফা হন। তাঁর খেলাফতকাল ছিল প্রায় ১২ বছর (৬৪৪–৬৫৬ খ্রি.)।

তার অবদান:

- ইসলামী সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়।
- নৌবাহিনী গঠন করা হয়।
- আল-কুরআন-এর বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান।
- মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন।
- অত্যন্ত দানশীল ও নম্র স্বভাবের ছিলেন।

খেলাফতের শেষ দিকে কিছু রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হন।

৩.৫.৪ হযরত আলী (রা.)

তিনি ন্যায়বিচার ও জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর শাহাদাতের পর ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলি ইবনে আবি তালিব (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খেলাফতকাল ছিল প্রায় ৫ বছর (৬৫৬–৬৬১ খ্রি.)।

তাঁর অবদান:

- তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ।
- ইসলামী ঐক্য রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন।
- জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও বীরত্বের জন্য মুসলিম বিশ্বে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

৬৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

৩.৬ ইসলামী সভ্যতার সম্প্রসারণ

খিলাফত যুগে ইসলামী সভ্যতা দ্রুত বিস্তার লাভ করে:
আরব ,পারস্য, মিশর ,স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ।এই বিস্তারের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

৩.৬.১ জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার

খিলাফত যুগে:

- মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়
- গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়
- চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান উন্নত হয়

বাগদাদের "বায়তুল হিকমাহ" ছিল জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র।

৩.৬.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ইসলামী রাষ্ট্রে:

- সুদ নিষিদ্ধ ছিল
- যাকাত চালু ছিল
- ন্যায়ভিত্তিক বাণিজ্য পরিচালিত হতো

ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৬.৩ ইসলামী সভ্যতার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী সভ্যতা:

- ধর্মীয় সহনশীলতা শিক্ষা দেয়
- মানবাধিকার নিশ্চিত করে
- অমুসলিমদের নিরাপত্তা প্রদান করে

খলিফা উমর (রা.) জেরুজালেম বিজয়ের পর খ্রিস্টানদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেন।

নবী ও খিলাফত যুগ ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। এই যুগে তাওহীদ, ন্যায়বিচার, জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্ব এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুশাসন মানব ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জন্য এই যুগের আদর্শ অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায় ইসলামী আইন, সমাজ ও সংস্কৃতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী আইন বা শরীয়াহ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক বিধান। এর মূল লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা এবং সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
ইসলামী সমাজব্যবস্থা মানুষের মর্যাদা, পারিবারিক বন্ধন, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করে।

৪.১ ইসলামী আইন (শরীয়াহ) এর ধারণা

“শরীয়াহ” শব্দের অর্থ হলো এমন পথ, যা মানুষকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। ইসলামী শরীয়াহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান, যা মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
শরীয়াহ কেবল ইবাদত সম্পর্কিত বিধান নয়; বরং এটি অন্তর্ভুক্ত করে:

- ব্যক্তিগত জীবন
- পারিবারিক জীবন
- সামাজিক সম্পর্ক
- রাষ্ট্র ও রাজনীতি
- অর্থনীতি ও বিচারব্যবস্থা

আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“অতঃপর আমি আপনাকে দ্বীনের একটি শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং আপনি তা অনুসরণ করুন।”
— (সূরা জাসিয়া: ১৮)

৪.২ ইসলামী আইন (শারীয়াহ) এর উৎসসমূহ

ইসলামী আইন প্রধানত চারটি উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

৪.২.১ আল-কুরআন

কুরআন ইসলামী আইনের প্রধান উৎস। এতে মানুষের জীবনের সকল মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

"আমি এই কিতাবে কোনো কিছু বাদ দেইনি।"

— (সূরা আনআম: ৩৮)

কুরআনে: ইবাদত ,বিবাহ, উত্তরাধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ,বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

৪.২.২ সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে সুন্নাহ বলা হয়। কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ সুন্নাহর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

রাসূল (সা.) বলেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ: "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।"

"— (মুয়াত্তা মালিক)

৪.২.৩ ইজমা

ইজমা হলো কোনো বিষয়ে ইসলামী পণ্ডিতদের ঐকমত্য। নতুন সমস্যার সমাধানে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.২.৪ কিয়াস

কিয়াস হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪.৩ ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী আইন অন্যান্য মানব রচিত আইনের তুলনায় কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

৪.৩.১ আল্লাহপ্রদত্ত আইন

শরীয়াহ মানুষের তৈরি নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তাই এটি সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী।

৪.৩.২ ন্যায়ভিত্তিক

ইসলামী আইনের মূল লক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

আল্লাহ বলেন:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

"তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো।"

— (সূরা নিসা: ১৩৫)

৪.৩.৩ ভারসাম্যপূর্ণ

ইসলামী আইন ব্যক্তি ও সমাজের অধিকারসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

৪.৩.৪ মানবকল্যাণমূলক

শরীয়াহর উদ্দেশ্য মানুষের জীবন, সম্পদ, বুদ্ধি, বংশ এবং ধর্ম রক্ষা করা।

৪.৪ ইসলামী সমাজব্যবস্থা

ইসলামী সমাজব্যবস্থা ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪.৪.১ মুসলিম উম্মাহর ধারণা

ইসলামে সকল মুসলমান একটি উম্মাহ বা জাতি।

আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"

— (সূরা হুজুরাত: ১০)

এই ভ্রাতৃত্ববোধ সমাজে ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

৪.৪.২ পারিবারিক ব্যবস্থা

ইসলামে পরিবার সমাজের মৌলিক ভিত্তি। পরিবারকে শান্তি ও ভালোবাসার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আল্লাহ বলেন:

أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও।"

— (সূরা রূম: ২১)

৪.৪.৩ নারী অধিকার

ইসলাম নারীদের:

- শিক্ষা
- উত্তরাধিকার
- সম্পত্তির অধিকার
- সম্মান ও নিরাপত্তা

প্রদান করেছে।

রাসূল (সা.) বলেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"

— (তিরমিজি)

৪.৪.৪ প্রতিবেশীর অধিকার

ইসলামে প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূল (সা.) বলেন:

لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"সে মুমিন নয়, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।"

— (সহিহ মুসলিম)

৪.৫ ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতি হলো এমন জীবনধারা, যা ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

৪.৫.১ নৈতিকতা

ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো উত্তম চরিত্র।

রাসূল (সা.) বলেন:

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।"

— (সহিহ বুখারি)

৪.৫.২ পোশাক ও শালীনতা

ইসলাম শালীনতা ও নম্রতাকে উৎসাহ দেয়।

আল্লাহ বলেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

"মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে।"

— (সূরা নূর: ৩০)

৪.৫.৩ শিল্প ও সাহিত্য

ইসলামী সভ্যতায়:

- ক্যালিগ্রাফি
- স্থাপত্য
- কবিতা
- সাহিত্য

বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে।

মসজিদের স্থাপত্য ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন।

৪.৬ ইসলামী বিচারব্যবস্থা

ইসলামী বিচারব্যবস্থার মূলনীতি:

- নিরপেক্ষতা
- ন্যায়বিচার
- সত্য প্রতিষ্ঠা

রাসূল (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ন্যায়বিচারের অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেন। খলিফা উমর (রা.) সাধারণ মানুষের মতো আদালতে উপস্থিত হতেন।

ইসলামী আইন, সমাজ ও সংস্কৃতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবকল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করে। শরীয়াহ ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামী সমাজব্যবস্থা পরিবার, ভ্রাতৃত্ব এবং নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা গেলে সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায় ইসলামী অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত জীবনের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের জ্ঞান, নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

ইসলামী সভ্যতার বিকাশে অর্থনীতি ও শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

৫.১ ইসলামী অর্থনীতির ধারণা

ইসলামী অর্থনীতি হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো:

- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- সম্পদের সুষম বণ্টন
- দরিদ্রতা দূরীকরণ
- মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা

ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। এতে একদিকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, অন্যদিকে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫.২ ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি

ইসলামী অর্থনীতি কয়েকটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫.২.১ তাওহীদভিত্তিক অর্থনীতি

ইসলামে বিশ্বাস করা হয় যে, প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ। মানুষ কেবল সম্পদের আমানতদার।

আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই।"

— (সূরা নূর: ৪২)

এই বিশ্বাস মানুষকে সম্পদের অপব্যবহার থেকে বিরত রাখে।

৫.২.২ হালাল উপার্জন

ইসলামে বৈধ উপায়ে উপার্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেন:

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"হালাল উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

— (তাবারানি)

চুরি, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা ও অবৈধ ব্যবসা ইসলামে নিষিদ্ধ।

৫.২.৩ সুদের নিষেধাজ্ঞা

সুদ (রিবা) ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহ বলেন:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

— (সূরা বাকারা: ২৭৫)

সুদ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং দরিদ্রদের শোষণ করে।

৫.২.৪ সম্পদের সুষম বণ্টন

ইসলাম সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না।

আল্লাহ বলেন:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"যাতে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।"

— (সূরা হাশর: ৭)
এই কারণে যাকাত, সদকা ও দানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫.৩ যাকাত ব্যবস্থা

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

৫.৩.১ যাকাতের ধারণা

যাকাত হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপর নির্ধারিত হারে গরিবদের অধিকার।
এর উদ্দেশ্য:

- দরিদ্রতা দূর করা
- সামাজিক বৈষম্য কমানো
- অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

৫.৩.২ যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

যাকাতের মাধ্যমে:

- দরিদ্রদের সাহায্য করা হয়
- সমাজে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়
- সম্পদের পুনর্বণ্টন ঘটে
-

৫.৪ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা

আধুনিক যুগে ইসলামী ব্যাংকিং সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বাস্তব উদাহরণ। ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য:

- সুদমুক্ত লেনদেন
- মুনাফা ভাগাভাগি
- ঝুঁকি বণ্টন
- নৈতিক বিনিয়োগ

৫.৫ ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য

ইসলামী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

- আল্লাহর পরিচয় লাভ
- নৈতিক চরিত্র গঠন
- সমাজসেবা
- জ্ঞান ও গবেষণার উন্নয়ন
-

৫.৬ ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

৫.৬.১ দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার সমন্বয়

ইসলামে ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই যদি না তা আল্লাহর নির্দেশনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বা দ্বীনকে জীবনের বাইরে সরিয়ে দেয়, তখন তা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.)শিক্ষা সম্পর্কে বলেন যে, জ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহকে চেনা, আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং মানুষের কল্যাণ করা। তিনি এমন শিক্ষার সমালোচনা করেন যা কেবল দুনিয়াবি লাভ, ক্ষমতা বা খ্যাতির জন্য অর্জন করা হয় কিন্তু আখলাক ও তাকওয়া তৈরি করে না।

তিনি জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেন—

দ্বীনি জ্ঞান: কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আকীদা ইত্যাদি।

দুনিয়াবি উপকারী জ্ঞান: চিকিৎসা, গণিত, কৃষি, প্রযুক্তি ইত্যাদি, যা সমাজের উপকারে আসে।

তার মতে, উপকারী দুনিয়াবি জ্ঞান গ্রহণ করা বৈধ ও প্রয়োজনীয়, তবে তা যেন মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে না সরায়। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা যদি নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সমাজে জ্ঞান বাড়লেও সত্যিকারের কল্যাণ আসে না।

ইমাম গাজ্জালীর (রহ.) দৃষ্টিতে আদর্শ শিক্ষা হলো—

"যে শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, চরিত্র ও ঈমান—তিনটিকেই উন্নত করে।"

৫.৬.২ নৈতিক শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেয়।

রাসূল (সা.) বলেন:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

— (মুসনাদে আহমদ)

৫.৭ ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানচর্চা

ইসলামী সভ্যতায় শিক্ষা ও গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হতো।

৫.৭.১ মসজিদভিত্তিক শিক্ষা

মসজিদ ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র।সাহাবিরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত মসজিদে আসতেন। মসজিদে নববী ছিল তখন জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র।

সেখানে নবী (সা.) সাহাবিদের কুরআন, হাদিস, ইবাদত, আখলাক এবং জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দিতেন। সাহাবিরা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, মুখস্থ করতেন এবং পরে বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতেন। অনেকেই আবার অন্যদের কাছে সেই জ্ঞান পৌঁছে দিতেন।

ইসলামের প্রথম যুগে মসজিদ শুধু নামাজের জায়গা ছিল না—এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র।

৫.৭.২ বায়তুল হিকমাহ

আব্বাসীয় যুগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত "বায়তুল হিকমাহ" ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্র।এখানে অনুবাদকার্যক্রম, গবেষণা, বিজ্ঞানচর্চা, পরিচালিত হতো।

ইসলামী অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা মানবকল্যাণভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়বিচার ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে, আর ইসলামী শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নয়ন ঘটায়।

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সংস্কার অত্যন্ত জরুরি।

ষষ্ঠ অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ

ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি গভীর গুরুত্ব প্রদান। ইসলাম মানবজাতিকে জ্ঞান অর্জন, গবেষণা এবং চিন্তাভাবনার প্রতি উৎসাহিত করেছে। ইসলামের প্রথম ওহীই ছিল "পড়ো", যা ইসলামে শিক্ষার গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

ইসলামী সভ্যতা কেবল ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, ভূগোল ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিতরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬.১ ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব

ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ বলেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

— (সূরা আলাক: ১)

এই আয়াত ইসলামে জ্ঞানচর্চার সূচনা নির্দেশ করে।

৬.১.১ জ্ঞান অর্জনের বাধ্যবাধকতা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

— (ইবনে মাজাহ)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক করেছে।

৬.১.২ চিন্তা ও গবেষণার উৎসাহ

কুরআনে বহুবার মানুষকে চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“তোমরা কি চিন্তা কর না?”

— (সূরা বাকারা: ৪৪)

এই নির্দেশনা মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে।

৬.২ ইসলামী সভ্যতায় শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ

ইসলামী সভ্যতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

৬.২.১ মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক যুগে মসজিদ ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। মসজিদে কুরআন শিক্ষা, হাদিস শিক্ষা , ফিকহ, ভাষা শিক্ষা পরিচালিত হতো।

মসজিদে নববী ইসলামের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। সাহাবিরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত মসজিদে নববী-এ একত্রিত হতেন। এটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগের প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র।

সেখানে নবী (সা.) তাদেরকে কুরআনের আয়াত, হাদিস, ইবাদতের নিয়ম, নৈতিকতা, সমাজব্যবস্থা এবং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সাহাবিরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শুনতেন, মুখস্থ করতেন এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।

অনেক সাহাবি আবার এই জ্ঞান অন্যদের কাছেও পৌঁছে দিতেন, ফলে ইসলামি শিক্ষা ধীরে ধীরে পুরো আরব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। মসজিদে নববী তখন শুধু নামাজ আদায়ের স্থান ছিল না; বরং এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানচর্চা, প্রশিক্ষণ এবং আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র।

৬.২.২ মাদরাসা শিক্ষা

আব্বাসীয় যুগে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বিকশিত হয়। আব্বাসীয় যুগে (৭৫০–১২৫৮ খ্রি.) ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। এই সময়ে সংগঠিত মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং জ্ঞানচর্চার একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়।

এ যুগে বাগদাদ ছিল প্রধান কেন্দ্র, যেখানে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, পাশাপাশি গণিত, চিকিৎসা, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা শেখানো হতো। পরে নিযামিয়া মাদরাসা-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো মাদরাসা ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করে।
ফলে আব্বাসীয় যুগে মসজিদ-কেন্দ্রিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বেরিয়ে এসে একটি নিয়মিত পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী ইসলামি সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬.২.৩ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

মুসলিম শাসকরা বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার:

- বাগদাদের বায়তুল হিকমাহ
- কর্ডোভার গ্রন্থাগার
- কায়রোর আল-আজহার

৬.৩ বায়তুল হিকমাহ (House of Wisdom)

বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত “বায়তুল হিকমাহ” ছিল বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকেন্দ্র। বায়তুল হিকমা ছিল আব্বাসীয় যুগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত একটি বিখ্যাত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র।
এখানে গ্রিক, পারসিয়ান, ভারতীয়সহ বিভিন্ন ভাষার বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যার বই আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হতো।
এখানে বহু মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিত একসাথে কাজ করতেন। তারা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করতেন।
বায়তুল হিকমা ছিল তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্ঞান ও অনুবাদ কেন্দ্র, যা ইসলামি সভ্যতার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬.৪ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

ইসলামী সভ্যতায় অসংখ্য মুসলিম বিজ্ঞানী বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

৬.৪.১ আল-খাওয়ারিজমি

তিনি বীজগণিত (Algebra)-এর জনক হিসেবে পরিচিত।

তাঁর অবদান:

- Algebra শব্দের উৎপত্তি
- গাণিতিক সূত্র উন্নয়ন
- দশমিক পদ্ধতির প্রসার

৬.৪.২ ইবনে সিনা (Avicenna)

তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ: **Al-Qanun fi al-Tibb** এই গ্রন্থ ইউরোপে শত শত বছর পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬.৪.৩ আল-বিরুনি

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও পদার্থবিজ্ঞানে অবদান রাখেন।

তাঁর অবদান:

- পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়
- ভূগোল বিষয়ক গবেষণা
- বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

৬.৪.৪ ইবনে হাইসাম

তাঁকে আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

তাঁর অবদান:

- ক্যামেরার ধারণা
- আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ব্যাখ্যা

৬.৪.৫ জাবির ইবনে হাইয়ান

তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ।

তাঁর অবদান:

- পরীক্ষাগারভিত্তিক গবেষণা
- রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন

৬.৫ ইসলামী সভ্যতায় দাওয়াহর ভূমিকা

দাওয়াহ ইসলামী সভ্যতার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সভ্যতায় দাওয়াহ (দ্বীনের দিকে আহ্বান) ছিল ইসলাম প্রচার, শিক্ষা বিস্তার এবং নৈতিক সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এটি শুধু মুখের প্রচার নয়, বরং জীবনাচরণ, চরিত্র এবং সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া।

নবী মুহাম্মদ (সা.) দাওয়াহের সূচনা করেন মক্কায় ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে। তিনি মানুষকে আল্লাহর একত্ব, আখিরাতের বিশ্বাস এবং নৈতিক জীবনের দিকে আহ্বান করতেন। পরে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দাওয়াহ আরও সুসংগঠিত হয় এবং সমাজব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়।

সাহাবিরা এই দাওয়াহকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। তারা শুধু বক্তব্যের মাধ্যমে নয়, বরং তাদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেন। ফলে আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

পরবর্তী সময়ে মুসলিম আলেম, ব্যবসায়ীরা দাওয়াহের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার করেন। তারা মানুষের সাথে মানবিক আচরণ, সাহায্য-সহযোগিতা এবং নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

ইসলামী সভ্যতায় দাওয়াহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ কেন্দ্রিক প্রচার। মসজিদে নববী থেকে শুরু করে পরবর্তী মাদরাসা ও জ্ঞানকেন্দ্রগুলো দাওয়াহ ও শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

দাওয়াহ শুধু ধর্ম প্রচার নয়; এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলন, যা ইসলামী সভ্যতাকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ইসলাম জ্ঞান অর্জন ও গবেষণাকে উৎসাহিত করেছে এবং মুসলিম পণ্ডিতরা বিশ্বসভ্যতায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শনে মুসলিমদের অবদান আজও মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের পুনরায় জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার দিকে মনোযোগী হতে হবে, যাতে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়।

সপ্তম অধ্যায় পতনের কারণ ও সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ

ইসলামী সভ্যতা একসময় বিশ্বে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ন্যায়বিচার, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। মুসলিম শাসনের অধীনে বাগদাদ, কর্ডোভা, দামেস্ক ও কায়রো ছিল জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্র। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে ইসলামী সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তার নেতৃত্ব হারাতে শুরু করে।

বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, শিক্ষাগত পিছিয়ে পড়া, প্রযুক্তিগত নির্ভরতা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.১ ইসলামী সভ্যতার পতনের অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ

ইসলামী সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ ছিল মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা।

৭.১.১ রাজনৈতিক বিভক্তি

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক বিভাজন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজবংশ ও গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মুসলিম ঐক্যকে দুর্বল করে দেয়।

এর ফলে:

- গৃহযুদ্ধ বৃদ্ধি পায়
- কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দুর্বল হয়
- ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত হয়ে পড়ে

৭.১.২ নৈতিক অবক্ষয়

ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতি মুসলিম সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে। সমাজে:

- বিলাসিতা
- দুর্নীতি
- ক্ষমতার অপব্যবহার

- সামাজিক অন্যায়

বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করেছিলেন:

إِذَا أَحْبَبْتُمُ الدُّنْيَا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذّ

"যখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন।"

— (আবু দাউদ)

৭.১.৩ জ্ঞানচর্চার অবহেলা

প্রাথমিক যুগে মুসলিমরা জ্ঞান ও গবেষণায় অগ্রগামী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে:

- গবেষণা কমে যায়
- সৃজনশীল চিন্তা হ্রাস পায়
- অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) বৃদ্ধি পায়

ফলে মুসলিম বিশ্ব বৈজ্ঞানিক নেতৃত্ব হারাতে শুরু করে।

৭.১.৪ শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা

শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে কেবল ধর্মীয় কিছু বিষয়ে। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ফলে:

- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন থেমে যায়
- জ্ঞানগত পিছিয়ে পড়া শুরু হয়

৭.১.৫ অর্থনৈতিক দুর্বলতা

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি থেকে বিচ্যুতির কারণে:

- দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়
- সম্পদের বৈষম্য তৈরি হয়
- দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে

৭.২ বহিরাগত কারণসমূহ

ইসলামী সভ্যতার পতনের পেছনে বহিরাগত কারণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৭.২.১ ক্রুসেড

খ্রিস্টান ইউরোপের ক্রুসেড মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

এই যুদ্ধগুলোর ফলে:

- বহু নগর ধ্বংস হয়
- অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়
- মুসলিম ঐক্য দুর্বল হয়

৭.২.২ মঙ্গোল আক্রমণ

১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদ ধ্বংস ইসলামী সভ্যতার জন্য বড় ধাক্কা ছিল।

এর ফলাফল:

- বায়তুল হিকমাহ ধ্বংস
- অসংখ্য আলেম নিহত
- জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ধ্বংস

৭.২.৩ ঔপনিবেশিক শাসন

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

এর প্রভাব:

- সম্পদের শোষণ
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
- শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন
- রাজনৈতিক বিভাজন

৭.২.৪ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলিম সমাজে:

- ভোগবাদ
- নৈতিক অবক্ষয়

- পারিবারিক সংকট
- বৃদ্ধি পায়

৭.৩ সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সমাজ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

৭.৩.১ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

বর্তমান বিশ্বে অনেক মুসলিম দেশ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন। গৃহযুদ্ধ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, সামরিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্বল গণতান্ত্রিক কাঠামোর কারণে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭.৩.২ অর্থনৈতিক বৈষম্য

বিশ্বজুড়ে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক মুসলিম দেশে বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি এবং সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। অন্যদিকে একটি ছোট গোষ্ঠী অধিকাংশ সম্পদের মালিক হয়ে উঠছে, যা সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মুসলিমদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম।

৭.৩.৩ শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া

আধুনিক যুগ প্রযুক্তিনির্ভর হলেও অনেক মুসলিম দেশ এখনো গবেষণা, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে পিছিয়ে রয়েছে। উন্নত বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে গেলেও অনেক মুসলিম রাষ্ট্র প্রযুক্তিগতভাবে নির্ভরশীল অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে এবং এটি সভ্যতার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

৭.৩.৪ ইসলামোফোবিয়া

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা, রাজনৈতিক প্রচারণা এবং কিছু গণমাধ্যমের নেতিবাচক উপস্থাপনার কারণে ইসলামোফোবিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক দেশে মুসলমানদের পোশাক, ধর্মীয় চর্চা ও পরিচয়ের কারণে বৈষম্যের শিকার হতে

হচ্ছে। এটি সামাজিক সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭.৩.৫ নৈতিক ও সামাজিক সংকট

বর্তমান সমাজে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। মাদকাসক্তি, অপরাধ, সহিংসতা, অশ্লীলতা এবং আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারার বিস্তার সামাজিক সংকটকে আরও গভীর করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারও এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে। ইসলামী মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি এই সংকটের অন্যতম কারণ।

৭.৩.৬ মিডিয়া ও তথ্যযুদ্ধ

আধুনিক মিডিয়া মুসলিম সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে।বর্তমান ডিজিটাল যুগে মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথ্য প্রচারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তবে একই সঙ্গে ভুয়া খবর, অপপ্রচার, বিভ্রান্তিকর তথ্য এবং পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও গোষ্ঠী তথ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, যা জনমত প্রভাবিত করছে এবং সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করছে।

৭.৪ মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইসলাম মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে মুসলিম সমাজে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে।
আল্লাহ বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।”
— (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

৭.৪.১. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই

মুসলিম বিশ্বের বিভক্তির অন্যতম প্রধান কারণ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। খিলাফত যুগের পর বিভিন্ন রাজবংশ, রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা মুসলিম ঐক্যকে দুর্বল করে দেয়। বর্তমান সময়েও অনেক মুসলিম দেশে রাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতার সংঘাত বিভাজন সৃষ্টি করছে।

৭.৪.২. মাজহাব ও মতপার্থক্য

ইসলামে বিভিন্ন ফিকহি মাজহাব থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সংঘাতে রূপ নেয়। ধর্মীয় বিষয়ে সহনশীলতার অভাব এবং চরমপন্থী মনোভাব মুসলিম সমাজে বিভক্তি বাড়িয়েছে।

৭.৪.৩. জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতা

অনেক মুসলিম দেশ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিক স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক ঐক্যের পরিবর্তে দেশভিত্তিক বিভাজন তৈরি হয়েছে।

৭.৪.৪. ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব

ঔপনিবেশিক শাসকরা মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল করার জন্য “Divide and Rule” নীতি অনুসরণ করে। তারা মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কৃত্রিম সীমান্ত ও বিভাজন সৃষ্টি করে, যার প্রভাব এখনো বিদ্যমান।

৭.৪.৫. জ্ঞান ও নেতৃত্বের সংকট

যোগ্য, ন্যায়পরায়ণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। একইসঙ্গে জ্ঞানচর্চা ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মানুষ সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হয়।

৭.৪.৬. অর্থনৈতিক বৈষম্য

ধনী ও দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্যও বিভাজনের কারণ। অর্থনৈতিক স্বার্থ ও নির্ভরশীলতা অনেক সময় মুসলিম ঐক্যকে দুর্বল করে।

৭.৪.৭. বিদেশি হস্তক্ষেপ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তি মুসলিম বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিভাজন আরও বৃদ্ধি পায়।

৭.৪.৮. মিডিয়া ও অপপ্রচার

আধুনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল তথ্য, ঘৃণামূলক প্রচারণা এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ বাড়াচ্ছে।

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থ, মতপার্থক্য, জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং জ্ঞান সংকট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামের

মূল শিক্ষা হলো ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা। তাই মুসলিম উম্মাহর উন্নতির জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি।

৭.৫ আধুনিক সভ্যতার চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

বর্তমান আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নতি অর্জন করলেও এর সঙ্গে নানা সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক সংকটও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন এবং মানসিক অস্থিরতা আধুনিক সমাজের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ এবং প্রযুক্তির অপব্যবহারও মানবজাতির জন্য উদ্বেগের কারণ।

এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবকল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করে। ইসলাম মানুষকে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী, বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম আধুনিক সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়:

- ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি
- পারিবারিক বন্ধন
- মানবিক মূল্যবোধ
- জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়
- শান্তি ও সহনশীলতা

প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেয়।

সুতরাং, আধুনিক বিশ্বের সংকট সমাধানে ইসলামের নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.৬ ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্বে নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বও শিক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও ঐক্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইসলামী সভ্যতা ন্যায়বিচার, মানবিক মূল্যবোধ, জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা এবং শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতীতে মুসলিমরা এই আদর্শ অনুসরণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই বর্তমান যুগে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের মাধ্যমে:

- মুসলিম ঐক্য শক্তিশালী হবে
- নৈতিক সমাজ গড়ে উঠবে
- জ্ঞান ও গবেষণার উন্নয়ন ঘটবে
- অর্থনৈতিক বৈষম্য কমবে
- মানবকল্যাণভিত্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে

সুতরাং, আধুনিক বিশ্বের সংকট মোকাবিলা এবং মুসলিম উম্মাহর উন্নতির জন্য ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী সভ্যতার পতনের পেছনে রাজনৈতিক বিভক্তি, নৈতিক অবক্ষয়, জ্ঞানচর্চার অবহেলা এবং বহিরাগত আক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

তবে ইসলামের মূল আদর্শ, জ্ঞানচর্চা, ন্যায়বিচার ও ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ সম্ভব।

অষ্টম অধ্যায় পুনর্জাগরণের কৌশল

ইসলামী সভ্যতা একসময় জ্ঞান, ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং মানবকল্যাণের ভিত্তিতে বিশ্বসভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিরাগত আক্রমণের কারণে মুসলিম বিশ্ব ধীরে ধীরে তার শক্তি ও নেতৃত্ব হারায়। বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক বিভক্তি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, শিক্ষাগত পিছিয়ে পড়া এবং সাংস্কৃতিক সংকটের সম্মুখীন।
এই পরিস্থিতিতে ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুনর্জাগরণ বলতে কেবল অতীতের গৌরব স্মরণ করা নয়; বরং ইসলামের মূল আদর্শের আলোকে আধুনিক বিশ্বে একটি ন্যায়ভিত্তিক, জ্ঞাননির্ভর ও মানবকল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৮.১ পুনর্জাগরণের ধারণা

পুনর্জাগরণ (Revival) অর্থ হলো নতুনভাবে জাগ্রত হওয়া বা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠা। ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ বলতে বোঝায়:

- কুরআন ও সুন্নাহর মূল শিক্ষায় ফিরে আসা
- জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পুনরুজ্জীবন
- নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- মুসলিম ঐক্য পুনর্গঠন
- আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রয়োগ
-

৮.২ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

"নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সঠিক।"

— (সূরা বনি ইসরাইল: ৯)

ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণের মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহর দিকে সত্যিকার অর্থে প্রত্যাবর্তন। কারণ মুসলিম উম্মাহ যখন আল্লাহর নির্দেশনা ও রাসূল ﷺ–এর আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিল, তখনই তারা জ্ঞান, ন্যায়বিচার, চরিত্র, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও মানবকল্যাণে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর যখন এ পথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই দুর্বলতা, বিভক্তি ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।"

— (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

কুরআন মানুষের জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এতে ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও নৈতিকতার সকল মৌলিক শিক্ষা রয়েছে। অন্যদিকে সুন্নাহ হলো কুরআনের বাস্তব প্রয়োগ। তাই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ কেবল আবেগ বা স্লোগানের মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং কুরআনের জ্ঞান অর্জন, তা বুঝে আমল করা এবং সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

কুরআন এবং রাসূল ﷺ–এর শিক্ষা মুসলিমদেরকে জ্ঞানচর্চা, ন্যায়বিচার, পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব ও মানবসেবার দিকে আহ্বান করে। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমরা দ্বীনি জ্ঞানের পাশাপাশি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত ও দর্শনেও অগ্রগামী হয়েছিল। কারণ তারা কুরআনের প্রথম নির্দেশ— "পড়ো"—কে জীবনের মূলমন্ত্র বানিয়েছিল।

আজ ইসলামী সভ্যতার জাগরণের জন্য প্রয়োজনঃ

- কুরআন ও হাদিসের বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রচার
- মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা
- নৈতিকতা ও তাকওয়া বৃদ্ধি
- শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বীন ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়

- যুবসমাজকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা
- অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন তা আঁকড়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না— আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"

— (মুয়াত্তা মালিক)

অতএব, ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণ তখনই সম্ভব হবে, যখন মুসলিম উম্মাহ কুরআনকে জীবনের সংবিধান এবং সুন্নাহকে বাস্তব আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে। তখনই আবার জ্ঞান, ন্যায়, শান্তি ও মানবকল্যাণভিত্তিক এক সমৃদ্ধ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৮.৩ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

সভ্যতার পূর্ণ জাগরণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন শিক্ষা প্রয়োজন, যা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি তার ঈমান, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতি গড়ে তোলে। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা কেবল দুনিয়াবি সফলতার উপায় নয়; বরং এটি মানুষের আত্মশুদ্ধি, সত্যকে চেনা এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথ।

বর্তমান সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় সমস্যা হলো— এটি অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানকে ধর্ম থেকে আলাদা করে ফেলে। ফলে মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে উন্নতি করলেও নৈতিকতা, আত্মিকতা ও আল্লাহর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে দূরে সরে যায়। এর প্রভাবে সমাজে ভোগবাদ, নৈতিক অবক্ষয় ও আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পায়। তাই ইসলামী চিন্তাবিদরা এমন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেন, যেখানে দুনিয়াবি জ্ঞানের সঙ্গে তাওহীদভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষা সমন্বিত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلَقَ

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

— (সূরা আলাক: ১)

এ আয়াত প্রমাণ করে, ইসলামে জ্ঞান অর্জনের ভিত্তিই হলো আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর প্রতি আনুগত্য। তাই প্রকৃত শিক্ষা সেই শিক্ষা, যা মানুষকে স্রষ্টার দিকে ফিরিয়ে নেয় এবং জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে শেখায়।

ইসলাম শিক্ষা–এর মূল লক্ষ্য হলো এমন মানুষ তৈরি করা, যারা একদিকে দ্বীনের জ্ঞান রাখবে, অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায়ও দক্ষ হবে। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমরা চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শনে অগ্রসর হয়েছিল, কারণ তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাওহীদভিত্তিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন।

শিক্ষা সংস্কারের জন্য কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণঃ

- শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠা করা
- নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেওয়া
- দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহভীতি, দায়িত্ববোধ ও মানবসেবার মানসিকতা গড়ে তোলা
- এমন জ্ঞানচর্চা করা, যা সমাজে ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে

অতএব, ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন, যা মানুষকে শুধু চাকরি বা অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, নৈতিক সমাজ গঠন এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করবে।

৮.৪ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন

ইসলামী সভ্যতার মূল শক্তি ছিল নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"
— (মুসনাদে আহমদ)
পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন:

- সততা
- ন্যায়বিচার
- দায়িত্ববোধ
- আত্মসংযম

৮.৫ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ইসলামী সভ্যতার দুর্বলতার অন্যতম কারণ। ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণের জন্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্য অত্যন্ত অপরিহার্য। কারণ বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী জাতি কখনো শক্তিশালী সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে না।
ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলিমরা যখন কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখন তারা জ্ঞান, ন্যায়বিচার, সংস্কৃতি ও মানবকল্যাণে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর যখন দলাদলি, হিংসা ও বিভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দুর্বলতা ও পতন নেমে এসেছে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।"
— (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)
এই আয়াতে মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। ইসলামে জাতি, বর্ণ, ভাষা বা ভূখণ্ডের চেয়ে ঈমানের বন্ধনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তাই একজন মুসলিমের পরিচয়ের মূল ভিত্তি হলো সে উম্মাহর অংশ— যে উম্মাহ এক আল্লাহ, এক কিবলা ও এক রাসূল ﷺ-এর অনুসারী।

মুসলিম উম্মাহ–এর ঐক্য কেবল রাজনৈতিক শক্তির জন্য নয়; বরং দ্বীনের সঠিক প্রচার, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণের জন্যও প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ, দলীয় সংকীর্ণতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ উম্মাহকে দুর্বল করছে। তাই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

ٱلْمُسْلِمُ أَخُو ٱلْمُسْلِمِ

"মুসলিম মুসলিমের ভাই।"

— (সহিহ বুখারি)

ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণঃ

- কুরআন ও সুন্নাহকে সকলের জন্য মূল মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা
- দল-মত ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উম্মাহর স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া
- পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করা
- জ্ঞান, শিক্ষা ও নৈতিকতার মাধ্যমে বিভেদ দূর করা
- অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসাথে অবস্থান নেওয়া

ইসলামের ইতিহাসে Islamic Golden Age প্রমাণ করে যে, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সভ্যতায় অসাধারণ উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই আজও মুসলিম উম্মাহ যদি কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তবে আবারও একটি ন্যায়ভিত্তিক, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও মানবকল্যাণমুখী সভ্যতার উত্থান সম্ভব।

৮.৬ ইসলামী অর্থনৈতিক সংস্কার

অর্থনৈতিক দুর্বলতা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বড় সমস্যা।

পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন:

- সুদমুক্ত অর্থনীতি
- যাকাত ব্যবস্থা শক্তিশালী করা
- দারিদ্র্য দূরীকরণ
- হালাল ব্যবসা প্রসার

ইসলামী অর্থনীতি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৮.৭ ইসলামী নেতৃত্ব গঠন

যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া সভ্যতার উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ইসলামী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য:

- ন্যায়পরায়ণতা
- সততা
- জ্ঞান
- জনগণের কল্যাণে কাজ করা

খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন এ ক্ষেত্রে আদর্শ।

৮.৮ মিডিয়া ও সংস্কৃতির ইতিবাচক ব্যবহার

বর্তমান যুগে মিডিয়া মানুষের চিন্তাভাবনায় গভীর প্রভাব ফেলে।
প্রয়োজন:

- ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক গণমাধ্যম
- শিক্ষামূলক কনটেন্ট
- নৈতিক সংস্কৃতি প্রচার

৮.৯ যুবসমাজের ভূমিকা

ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণের ক্ষেত্রে যুব সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যুবকরাই একটি জাতির শক্তি, আশা ও ভবিষ্যৎ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে ইসলামী সভ্যতার বিকাশে তরুণদের অবদান ছিল অসাধারণ। ঈমান, জ্ঞান, সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে তারা দ্বীনের প্রচার ও সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
আল্লাহ তাআলা যুবকদের সৎপথে অটল থাকার প্রশংসা করে বলেনঃ

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى

“তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল, আর আমি তাদের হিদায়াত আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।”
— (সূরা কাহফ: ১৩)
বর্তমান সময়ে মুসলিম যুব সমাজ যদি কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শে নিজেদের গড়ে তোলে, তাহলে তারা ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের প্রধান শক্তিতে পরিণত হতে পারে। কারণ যুবকদের মধ্যেই রয়েছে উদ্যম, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব ও পরিবর্তন আনার ক্ষমতা।
মুসলিম উম্মাহ–এর ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে যুব সমাজের চরিত্র, শিক্ষা ও আদর্শের উপর। তাই যুবকদের শুধু আধুনিক জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না; বরং তাদের ঈমান, নৈতিকতা ও ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হবে।
যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে রয়েছেঃ
কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও প্রচার করা

নৈতিক ও আদর্শবান চরিত্র গঠন করা
সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সচেতন ভূমিকা পালন করা
শিক্ষা, প্রযুক্তি ও গবেষণায় দক্ষতা অর্জন করে উম্মাহর উন্নয়নে কাজ করা
মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
ইসলামের সৌন্দর্য ও মানবিকতা সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরা
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

"কিয়ামতের দিন মানুষের পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে তার যৌবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে— তা কোথায় ব্যয় করেছে।"
— (তিরমিজি)

এই হাদিস যুবকদের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরে। যুবক বয়স হলো শক্তি ও কর্মের সময়; তাই এই সময়কে আল্লাহর পথে, জ্ঞান অর্জনে এবং সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা উচিত।

ইসলামের ইতিহাসে আলী (রা.), মুসআব ইবনে উমায়ের(রা.) এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) এর মতো তরুণ সাহাবীরা প্রমাণ করেছেন যে, আদর্শবান যুবকরাই একটি সভ্যতার পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হতে পারে।

অতএব, ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণের জন্য প্রয়োজন এমন এক যুব সমাজ, যারা ঈমান, জ্ঞান, নৈতিকতা ও কর্মের মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তুলে উম্মাহর কল্যাণে নেতৃত্ব দেবে।

৮.১০ আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার সম্ভাবনা

বর্তমান বিশ্বে:

- নৈতিক সংকট
- সামাজিক বৈষম্য
- পরিবেশগত সমস্যা

বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামী সভ্যতা:

- ন্যায়বিচার
- মানবিকতা
- ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

এর মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

৮.১১ পুনর্জাগরণের প্রতিবন্ধকতা

পুনর্জাগরণের পথে কিছু বাধা রয়েছে:

- রাজনৈতিক বিভক্তি
- দুর্নীতি
- শিক্ষার দুর্বলতা
- বিদেশি নির্ভরতা
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ, শিক্ষা সংস্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, নৈতিক উন্নয়ন এবং মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতা পুনরায় বিশ্বে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পুনর্জাগরণ কেবল অতীতের গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা নয়; বরং আধুনিক বিশ্বে মানবকল্যাণভিত্তিক একটি ন্যায়পূর্ণ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

নবম অধ্যায়   উপসংহার ও সুপারিশ

ইসলামী সভ্যতা মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী সভ্যতা। এটি কেবল একটি ধর্মীয় সভ্যতা নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, জ্ঞানচর্চা, অর্থনৈতিক ভারসাম্য এবং নৈতিকতার মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
এই গবেষণায় ইসলামী সভ্যতার ধারণা, নবী ও খিলাফত যুগে সভ্যতা নির্মাণ, ইসলামী আইন ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান, পতনের কারণ এবং পুনর্জাগরণের কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৯.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো:

- তাওহীদ
- ন্যায়বিচার
- জ্ঞানচর্চা
- মানবকল্যাণ
- নৈতিকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই সভ্যতা প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি ও জ্ঞানচর্চায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করে।
মুসলিম পণ্ডিতরা চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শনে অসামান্য অবদান রাখেন, যা পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করে।
তবে রাজনৈতিক বিভক্তি, নৈতিক অবক্ষয়, জ্ঞানচর্চার অবহেলা এবং ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণে ইসলামী সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্ব নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান।

৯.২ ইসলামী সভ্যতার মূল শিক্ষা

ইসলামী সভ্যতা মানবজাতিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে।

৯.২.১ তাওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা

ইসলাম মানুষের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনার অধীন পরিচালনার শিক্ষা দেয়। এটি মানুষকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও আত্মসংযম শেখায়।

৯.২.২ ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার

ইসলামী সভ্যতা সকল মানুষের:

- জীবন
- সম্পদ
- সম্মান
- ধর্মীয় স্বাধীনতা

নিশ্চিত করে।

৯.২.৩ জ্ঞান ও গবেষণার গুরুত্ব

ইসলাম জ্ঞান অর্জন ও গবেষণাকে ফরজ ঘোষণা করেছে। মুসলিমদের জ্ঞানচর্চা বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৯.২.৪ অর্থনৈতিক ভারসাম্য

ইসলামী অর্থনীতি:

- সুদমুক্ত ব্যবস্থা
- যাকাত
- সম্পদের সুষম বণ্টন

এর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

৯.৩ বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান বিশ্বে:

- নৈতিক অবক্ষয়
- সামাজিক বৈষম্য
- অর্থনৈতিক শোষণ
- পারিবারিক সংকট
- পরিবেশগত সমস্যা

দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামী সভ্যতা এসব সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে পারে।

ইসলামী সভ্যতার প্রাসঙ্গিক দিকসমূহ:

- ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি
- নৈতিক সমাজব্যবস্থা
- মানবিক মূল্যবোধ
- শিক্ষা ও গবেষণা
- সামাজিক শান্তি

৯.৪ গবেষণার প্রধান ফলাফল

এই গবেষণার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়েছে:

- ইসলামী সভ্যতা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
- ইসলামের মূল ভিত্তি মানবকল্যাণ ও ন্যায়বিচার।
- মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান বিশ্বসভ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ইসলামী সভ্যতার পতনের মূল কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিরাগত আক্রমণ।
- পুনর্জাগরণের জন্য শিক্ষা, ঐক্য ও নৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য।

৯.৫ সুপারিশসমূহ

ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ ও উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো।

৯.৫.১ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ ইসলাম কেবল কিছু ইবাদতের নাম নয়; বরং এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যখন মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে, তখনই একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে উঠবে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

“নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক।”

— (সূরা ইসরা: ৯)

কুরআন এবং সুন্নাহ–এর শিক্ষা মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেয়। তাই ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলোঃ

৯.৫.১.১ বিশুদ্ধ আকীদা ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা

মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, তাকওয়া ও জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। শিরক, কুসংস্কার ও বিদআত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে।

৯.৫.১.২ কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা প্রচার

শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক— সবার জন্য কুরআন, হাদিস ও ইসলামী জ্ঞানের সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু তিলাওয়াত নয়, বরং অর্থ বুঝে আমল করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৯.৫.১.৩ ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর একটি হলো ইনসাফ। সমাজে দুর্নীতি, জুলুম ও বৈষম্য দূর করে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৯.৫.১.৪ পরিবার ও সমাজকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা

পরিবার থেকে ইসলামী চরিত্র, শালীনতা, পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা শুরু করতে হবে। কারণ পরিবারই একটি সভ্যতার ভিত্তি।

৯.৫.১.৫ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠা

দল-মত ও জাতিগত বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯.৫.১.৬ যুব সমাজকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা

যুবকদের ঈমান, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও নেতৃত্বের গুণে সমৃদ্ধ করে সমাজ পরিবর্তনের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯.৫.১.৭ দাওয়াহ ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা

শুধু কথায় নয়, বরং আচরণ, সততা ও মানবসেবার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম।”

— (সহিহ বুখারি)

ইসলামের ইতিহাসে Islamic Golden Age প্রমাণ করে যে, যখন মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহকে জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তখন তারা জ্ঞান, সভ্যতা, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণে বিশ্বে অনন্য অবস্থান অর্জন করেছিল।

অতএব, ইসলামী সভ্যতার পূর্ণ জাগরণের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং ঈমান, জ্ঞান, নৈতিকতা ও ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলা।

৯.৫.২ শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

শিক্ষাব্যবস্থায়:

- আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা বিস্তৃত করা
- গবেষণা ও উদ্ভাবনে গুরুত্ব দেওয়া
- নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি করা
- তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার ঘটানো

- সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে তোলা
- নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা
- শিক্ষাকে শুধু চাকরিমুখী নয়, মানবকল্যাণমুখী করা

সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯.৫.৩ গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ

মুসলিম দেশগুলোকে

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন
- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
- আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা

বৃদ্ধি করতে হবে।

৯.৫.৪ মুসলিম ঐক্য জোরদার করা

মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক ও মাজহাবীয় বিভক্তি কমিয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯.৫.৫ অর্থনৈতিক সংস্কার

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি অনুসরণ করে:

- সুদমুক্ত ব্যাংকিং
- যাকাত ব্যবস্থা
- দরিদ্রতা দূরীকরণ

কার্যকর করতে হবে।

৯.৫.৬ নৈতিক উন্নয়ন

সমাজে:

- সততা
- ন্যায়বিচার
- দায়িত্ববোধ
- পারিবারিক মূল্যবোধ

প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৯.৫.৭ মিডিয়া ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার

ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের জন্য:

- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম
- শিক্ষামূলক কনটেন্ট
- গবেষণাভিত্তিক মিডিয়া

ব্যবহার করতে হবে।

৯.৫.৮ যুবসমাজকে দক্ষ করে তোলা

যুবসমাজকে দক্ষ করে তোলার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোঃ

- কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- তথ্যপ্রযুক্তি, ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করা
- নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও দলগত কাজের মানসিকতা গড়ে তোলা
- নৈতিকতা, সততা ও আত্মশৃঙ্খলা চর্চা করা
- কর্মমুখী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা
- সমাজসেবা ও মানবকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلضَّعِيفِ

"শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও উত্তম।"
— (সহিহ মুসলিম)

এই শক্তি শুধু শারীরিক শক্তি নয়; বরং জ্ঞান, চরিত্র, দক্ষতা ও ঈমানের শক্তিকেও বোঝায়। তাই মুসলিম যুবকদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে এবং একই সঙ্গে ইসলামের আদর্শ ধারণ করে চলতে পারে।

ইসলামী সভ্যতা মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবকল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের ন্যায়বিচার, জ্ঞানচর্চা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
বর্তমান বিশ্বের সংকটময় পরিস্থিতিতে ইসলামী সভ্যতার মূল আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা গেলে মানবজাতি শান্তি, ন্যায়বিচার এবং প্রকৃত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে। সুতরাং, মুসলিম বিশ্বকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে নতুনভাবে জাগ্রত হতে হবে।

তথ্যসূত্র :

- আল-কুরআন
- সহিহ আল-বুখারি
- সহিহ মুসলিম
- সুনান ইবনে মাজাহ
- সুনান আবু দাউদ
- জামে আত-তিরমিজি
- আল-মুওয়াত্তা (ইমাম মালিক)
- আল-মুকাদ্দিমা (ইবনে খালদুন)
- ইসলামী জীবনব্যবস্থা (আবুল আলা মওদূদী)
- ইসলাম অ্যান্ড মডার্নিটি (ফজলুর রহমান)
- ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন (মুহাম্মদ ইকবাল)
- ইসলামে বিজ্ঞান ও সভ্যতা (সৈয়দ হোসেইন নাসর)
- মাইলস্টোনস (সৈয়দ কুতুব)
- আধুনিক মানুষের সংকট ও ইসলাম (সৈয়দ হোসেইন নাসর)
- আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা (আল-খোয়ারিজমি)
- আল-কানুন ফি-ত-তিব্ব (ইবনে সিনা)
- ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ (মুহাম্মদ উমর চাপরা)
- ইসলাম ও সেক্যুলারিজম (সৈয়দ মুহাম্মদ নাকিব আল-আত্তাস)